সাধারণ সম্পাদকের মর্মস্পর্শী বার্তা

মহান কারুণ্যের প্রতীক মা দুর্গার আশীর্বাদে, আমাদের এই পূজো উৎসবের ২৪তম বর্ষে পা দেওয়া আমাদের সকলের জন্য এক বড় আনন্দ ও গর্বের বিষয়। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সেক্টর ৬২-র এই মণ্ডলীতে প্রতিবার নতুন উদ্যম, ভক্তি ও প্রাণবন্ত আগ্রহ নিয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে দুর্গোৎসব পালন করে আসছি।

এই উৎসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমাজের এক মহামিলন। পূজার মাধ্যমে আমরা শুধু মা দুর্গার মহিমা স্মরণ করি না, বরং জীবনযাপনের এক গভীর শিক্ষা পাই—ভালোর ওপর অন্ধকারের অব্যর্থ বিজয়, কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, এবং নতুন আশায় ভরে ওঠা।

প্রতি বছর এই পবিত্র সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি ও বাঙালির জীবনের স্পন্দন একসাথে মিলেমিশে উদযাপিত হয়। দেবী দুর্গার আরাধনা, বাউল সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মিলন, এবং পরস্পরের কাছে বাড়তি ভালোবাসা প্রকাশ—সব মিলিয়ে আমাদের সমাজে একটি বিশেষ উচ্ছ্বাস তৈরি হয়, যা সত্যিই হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

এই বিস্ময়কর যাত্রাকে সফল করতে যারা নিয়োজিত রয়েছেন, বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ এবং সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি আমি আমার অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা নত করি। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রেরণা ছাড়া এই মহোৎসব এত সফল ও অর্থবহ হতো না।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই ঐক্য ও সহমর্মিতা দূর্গোপূজার তপোনীলাকে প্রতিনিয়ত জ্বলজ্বলে করে তুলবে এবং মা দুর্গার করুণা আমাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাবে।

সেক্টর ৬২ ও আশেপাশের সকল মানুষের প্রতি আমার পক্ষ থেকে জানাই দুর্গাপূজার আন্তরিক শুভকামনা এবং বিজয়া দশমীতে সবাইকে অজস্র শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদান্তে,

কৌশিক সেন শর্মা
সাধারণ সম্পাদক
সর্বজনীন পূজা সমিতি, সেক্টর ৬২, নয়ডা